জাপান থেকে ফিরে ॥

এডুয়ার্ড রনী মৃধা,
ম্যানেজার,
কমিউনিটি-ই-সেন্টার (সিইসি)
রামপাল, বাগেরহাট।

সূচনা লগ্ন থেকেই গ্রাম ওয়েবকে চেনা। সংবাদপত্রে দেখলাম, গ্রাম ওয়েব বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের জন্য ওয়েব সাইট তৈরী করবে। আমি তাদের কার্যক্রম অনুসারে চেষ্টা করলাম তাদের সাথে কাজ করার জন্য। তাই আমার থানার প্রত্যেকটি গ্রামের দায়ীত্ব নিতে চাইলাম, কিন্তু পেলাম না। তাতে হতাশ হলাম না। প্রতিদিন একবার করে ভিজিট করি গ্রাম ওয়েব, এভাবে একদিন দেখলাম প্রতিযোগীতা 'আমার গ্রাম আমার গর্ব', ভাবলাম অংশগ্রহন করতে তো সমস্যা নেই। তাই অংশগ্রহন করলাম। ঢাকা থেকে প্রতিযোগীতায় ডাকা হলো, সেখানে গিয়ে নিজেকে বড় সামান্য মনে হচ্ছিল। ভাবলাম, আমার মনে হয় হবে না। সারাক্ষন মনে হতে লাগলো এখানে যারা এসেছে তারা আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞ, তাই হালছেড়ে বসে থাকলাম আর বসে বসে ঘুম আসতে লাগলো কিন্তু তার পরও অপেক্ষা

চিত্র- ১: গ্রাবওয়েব কম্পিটিশনের একটি মুহুর্ত।

করলাম শেষ পর্যন্ত। যখন ডঃ আশির স্যার ফলাফল ঘোষনা করবে তার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলামনা যে, আমি নির্বাচিত। যাই হোক অবশেষে ফলাফলে জানতে পারলাম আমি বিজয়ী। যাক মনের অনুভূতিটাকে প্রকাশ করতে পারলাম না যে, আমি জাপান যাচ্ছি একজন বিজয়ী হয়ে। অবশেষে সকল প্রসেসিং শেষে জাপানের জন্য রওনা হরাম ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে-

চিত্র- ২: ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।

আগে কোনদিন প্লেনে উঠিনি, আনন্দের এক অপুর্ব অনুভুতি আস্তে আস্তে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আনন্দের উল্লাসে প্লেনের জানালা দিয়ে অনেক ছবি তুলতে লাগলাম-

চিত্র- ৩: প্লেনে বসে আকাশ দেখা।

এভাবে চলে আসলাম কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরে এখানে নেমেই বুঝলাম আমরা স্বপ্নের দেশে এসে পৌঁছেছি। মানুষের দ্বারা কিভাবে সম্ভব এভাবে সব কিছুকে সাজিয়ে রাখা ?

চিত্র- ৪: কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর।

চিত্র- ৫: নারিতা বিমান বন্দর (জাপান)।

আবারও একই রকম অনুভুতিতে চলে আসলাম জাপান নারিতা বিমান বন্দরে। শেষ হলো প্রায় ১২ ঘন্টার যাত্রা। আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছে টানাবে সান, বের হলাম জাপানের বাতাসে অনেক শীত এরকম শীত আগে কখনো দেখিনি। তারপর আমরা বাসে করে পৌছালাম ইওকোহামা কিংগু সেন্টারে। জাপনের বাহ্যিক সৌন্ধর্য যে, কত সুন্দর তা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব না। আমরা আমাদের ল্যাগেজ পত্র রেখে একটু সময় পেলাম ঘোরার জন্য সন্ধ্যার একটু আগে। টানাবে আমাদেরকে নিয়ে গেল পাশের একটি সপিংমলে। গেলাম দেখলাম সেখানে কোন দোকানদার নেই সব রকম প্রয়োজনীয় মালামাল সাজানো আছে

সুন্দরভাবে, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে সে, সেটা নিয়ে কাউন্টারে যাচ্ছে বিল পরিশোধ করে চলে যাচ্ছে। সে এক অন্য রকম ম্যানেজম্যান্ট সিষ্টেম।

চিত্র- ৬: জাপানের একটি সপিং সেন্টার।

প্রথম দিন ফিরে আসলাম একটু তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যায় ওরিয়েন্টেশন, ওরিয়েন্টশন শেষে যার যার রুমে চলে গেলাম। সকাল ৮টায় নাস্তা শেরে ৯টায় প্রথম ট্রেনিং সেসন শুরু হলো আমাদের ক্লাস বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামে কিভাবে আইসিটি ব্যাবসাকে উন্নত করা যায় ?

২য় দিন গেলাম রুপঙ্গি হিল। সে এক অপরুপ দৃশ্য, ভবনটি টোকিওর সবচেয়ে উচু এবং তার ছাদে গেলে সমগ্র টোকিও দেখা যায়। অনেকক্ষন থাকার পর সেখানে প্রফেসর ইউনিকোরার একটি ট্রেনিং সেসন করার সুযোগ হলো। তারপর দুপুরের খাওয়া শেষে গেলাম টোপান, এটি জাপানের সর্ববৃহ প্রিন্টিং কোম্পানি। যেখানে প্রায় সমগ্র বিশ্বের বড় বড় প্রিন্টের কাজ করা হয়। যেমন আমেরিকার ভিসা। তারপর গেলাম গ্রি (gree) নামক একটি আইটি সেন্টারে, এটি জাপানের আইটি খাতে সবচেয়ে বেশী আয় করে।

চিত্র- ৭: টোকিও শহর।

চিত্র- ৮: প্রফেসর ডঃ ইউনিকোরার সাথে ।

চিত্র- ৯: রুপঙ্গি হিলের ছাদে (৫৫ তলা)।

চিত্র- ১০: টোপান (প্রিন্টিং প্রেস) যাবার পথে।

৩য় দিন আমরা চলে গেলাম টোকিও থেকে ফুকুয়াকা শহরে যা টোকিও থেকে দুই হাজার কিঃমি দুরে। আমরা আবার বিমানে করে গেলাম ফুকুয়াকাতে, কিউশু ইউনির্ভাসিটির উদ্দেশ্যে। সেখানে আমরা একটি সেসনে আমাদের গ্রামকে তুলে ধরলাম।

চিত্র- ১১: কিউশু ইউনির্ভারসিটিতে।

চিত্র- ১২: গ্রামীণ ভবনের সামনে (জাপান)।

পরের দিন আমরা কিউশু ইউনিভারসিটির অন্য একটি সেসনে দেখলাম বাংলাদেশের ডঃ মোঃ ইউনুসের মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রমের একটি গবেষনা কেন্দ্র যেখানে তৈরী হচ্ছে একটি মেশিন যা দিয়ে মাইক্রো ক্রেডিটে আর কোন খাতা কলমের ব্যবস্থা থাকবে না । সবকিছু নিয়ন্ত্রন হবে একটি ছোট মেশিন দ্বারা। এবং একই সাথে দেখলাম একটি হেল্থ প্রডাক্ট যা দিয়ে খুব সহজে গ্রামের মানুষ তার শরিরের কয়েকটি অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে। সেটিও ডঃ মোঃ ইউনুসের কার্যক্রমের অংশ। তারপর গেলাম একটি সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে।

চিত্র- ১৩: একটি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মালিকের সাথে।

চিত্র- ১৪: ফুকুয়াকায় একটি হোটেলে।

চিত্র- ১৫: গ্রামীণের গবেষনা কেন্দ্র (জাপান)।

ওই দিন রাতে আমরা আবার ফিরে আসলাম টোকিওতে। পরের ২ দিন ছুটি। ছুটিতে অনেক পরিমান ঘোরাঘুরি। ঘুরে আসলাম আখিয়াবারা ইলেট্রনিক্স মার্কেট, কেন্নাই সহ আরও অনেক জায়গায়।

চিত্র- ১৬: রাস্তার পাশে একটি স্টল।

চিত্র- ১৭: জাপানের একটি সপিং সেন্টার।

জাপানের সর্বত্র এতোবেশী সুন্দর যে, শুধু ঘুরতে ইচ্ছা করে। একটি দেশের মানুষ কত বেশী ভাল হলে তার নিজের দেশকে এইভাবে সাজিয়ে রাখা যায়। আসলে জাপানকে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। জাপানের ট্রেনগুলো সম্পূর্ণ অটোমেটিক সিষ্টেম কোন রকম ড্রাইভার ছাড়াই এগুলি চলে। টিকেট কাউন্টারে কোন লোকজন নেই আছে শুধু কয়েকটি মেশিন। মেশিনে টাকা দিলে টিকেট আসবে আবার অতিরিক্ত টাকাগুলোও ফের আসে অটোমেটিক ভাবে।

যাহোক দুইদিন ছুটি কাটিয়ে ৭ম দিনে গেলাম জাপানের একটি গ্রামে। যেটি টোকিও থেকে প্রায় ৪০০ কিমি দুরে। রাস্তাঘাট এতো বেশী ভালো যে, কোন যানজট নেই, ঝামেলা নেই , ঢাকা শহরের মত জ্যাম নেই। পাহাড়ী রাস্তাটাকেও জাপানীরা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে নিজেদের মত করে। অনেক বড় বড় পাহাড় ঘুরে ঘুরে রাস্তাগুলো তৈরী করা। যেতে যেতে দেখা অন্য এক অপূর্ব দৃশ্য যা কিনা আমাদের জীবনে প্রথম দেখা : তুষারপাত, আমাদের গাড়ী থামলো তুষারের মধ্যে নামলাম, স্বাদ গ্রহন করলাম তুষারের , অনুভূতিগুলো আসলে মনোরম।

চিত্র- ১৮: গ্রামে যাবার পথে তুষারপাত।

চিত্র- ১৯: তুষারের নিচে আমরা।

অবশেষে পৌছালাম একটি এনপিও তে এবং তারা সেখানে আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখছে প্রেজেন্টেশনের, দেখলাম সেখানে তাদের কার্যক্রম, তাদের কাজ মূলত কৃষি ভিত্তিক। জাপানের এই এনপিও এর কার্যক্রম এতো বেশী কার্যকরী যে, সেখানে শহর থেকে মানুষ এসে কাজ করে। অনেক বেকার যুবকদেরকে তিনি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। সব কিছু মিলে এতো ভাল কার্যক্রম চিন্তাই করা যায় না। আরও বেশী অবাক ব্যাপার যে, সেই প্রত্যন্ত গ্রামেও শহরের মতো করে গোছানো।

চিত্র- ২০: এনপিওতে প্রেজেন্টেশন। **চিত্র- ২১: এনপিও এর মালিকের সাথে।**

তারপর আমরা আবার ফিরে আসলাম টোকিও কিউশু সেন্টারে এবং সেখান থেকে গেলাম রাতের ডিনারের জন্য এক জাপানীর বাসায় নিমন্ত্রনে। যে বাসায় গেছি সেটা হচ্ছে আমাদের জাপানী কোওর্ডিনেটর টানাবে সানের কলিগ। সেখানে গিয়ে পেলাম আর এক অপূর্ব সাদ। গিয়ে দেখি সেখানে সব বাঙ্গালী কায়দায় রান্না। দির্ঘদিন পর বাঙ্গালী খাবার দেখে আমাদের ভালই লাগলো। খেলাম তৃপ্তি করে। তারপর ফিরে আসলাম টোকিও কিউশু সেন্টারে।

চিত্র- ২২: জাপানের এক অতিথির বাসায় দাওয়াত খেতে ।

শেষ দিন আয়োজন করা হয়েছে আমাদের গ্রামকে আবার জাপনীদের কাছে তুলে ধরতে হবে । সুশৃঙ্খলভাবে আমরা প্রত্যেকে আমাদের গ্রামকে আবার তুলে ধরলাম। সেখানে উপস্থিত ছিল জাপানের

চিত্র- ২৩: আমাদের গ্রামকে তুলে ধরা। **চিত্র- ২৪: এ্যাওয়ার্ড সেরিমনি।**

অনেক ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষক সহ অনেকে। তারপর সন্ধায় আমাদের এ্যাওয়ার্ডিং সেরিমনি শেষে, শেষ হলো আমাদের জাপানের ১০ দিনের ট্রেনিং। পরের দিন আমারা আবার যে যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম জাপান থেকে।

সর্বপরি বলা যায় জাপানীরা খুবই ভাল আরও বেশী ভাল যেটি তা হলো জাপানের মানুষ সকলে সেই দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন হুবহু মেনে চলে, কেউই আইন অমান্য করেনা। যেমন ট্রাফিক সিগনালের কথাই বলা যাক , যদি কেউ মনে করে যে, আমি রাস্তাটি পার হবো কোন জ্যাম নেই তার পরও কেই রাস্তাটি পার হবে না কারন তারা জানে যে, রাস্তা পার হতে যে সকল

আইন আছে তাদের সেটা মানতে হবে। আর একটি বিষয়, জাপানীরা অসৎ না কারন অসৎ হলে তাদের যেসব দোকানে কোন দোকানদার নেই সেখানে কিছু থাকতো না, সবকিছু চুরি হয়ে যেত। পরিশেষে আরও কিছু ছবি সংযুক্ত করে আমি আমার জাপান সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শেষ করবো।

চিত্র- ২৫: জাপান সি-এর তীরে।

চিত্র- ২৬: জাপানের গ্রামে যাবার পথে।

চিত্র- ২৭: টোকিও শহর।

চিত্র- ২৮: জাপানের ট্রেন ও রাস্তা ব্যবস্থা।

চিত্র- ২৯: সাগর পাড়ে একটি পাবলিক টয়লেট।

চিত্র- ৩০: কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর।

সমাপ্ত